♡ অনু কবিতা ♡

সৌমেন্দু লাহিড়ী
কত তাজা প্রাণ নিবেদিত,
মাটি রক্তে উঠেছে ঘেমে,
বিপ্লবী তবু করছে লড়াই
যায়নি লড়াই থেমে।
বঞ্চিত যারা নিপীড়িত যারা
তারা বিদ্রোহী হয়,
বিশ্বের মাঝে শোষক শোষিত ছাড়া
কোনও শ্রেণী নাই।।

মরিয়ম রহমান
তোমার ওই হাসিতে মুক্তা ঝরে,
আমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি,
তুমি আমার হৃদয়ের চঞ্চলতা
তোমাকে ছাড়া মনে আমার ভীষণ ব্যাকুলতা,
তুমি কেন বুঝনা আমার হৃদয়ের কথা?
তোমার প্রেম নিলায় মুগ্ধ হব এ ধরা।

রুবী শামসুন নাহার
তুমি আমার পরান পাখি
তোমায় দেখে ভরাই আখি।
মনের ভেতর অষ্টপ্রহর
তোমার কথায় ভাবতে থাকি।
এই পৃথিবীর যেথায় থাকো
তোমার মুখটাই খুঁজতে থাকি।

অরণ্য মজিদ
আমার সব আনন্দ তোমাকে
ঘিরে হলেও,
তোমার তা নয়,কতকাল আর
এভাবে কাটাবে?
হাঁটছি রাস্তায়, ফুল, পাখি, প্রকৃতি
বড় অনুযোগ করে, আমিই কাউকে
নালিশ না জানিয়ে, তোমার জন্য
চেয়ে থাকি, অনন্ত প্রতীক্ষা আমার।।

মুজিব আকন্দ
অশরীরী ছায়া পানে চঞ্চল এ মন
কাঁদিছে অধরা প্রেম মৃত্যু কোমায়,
না হোক বাসর বুঝে নিও তবু
অনুভবে প্রেমে ছুঁয়েছি তোমায়।
ফুলের মাঝে তবু খুঁজবো তোমায়
করবো গোলাপের চাষ,
পাপড়ির ভাঁজে রাখবো লুকিয়ে
অমর প্রেমের নির্যাস।

ইমরোজ সোহেল
এঁটো ভালোবাসা সাপে খোপে খাবে
আমি খাবো কেনো?
আমার খাদ্য থালাভরা প্রেম
একশটি ফুল,
বুকে জমা রাখা অসংখ্য ভুল।

সাঈদা আজিজ চৌধুরী
সেদিন ঝড়ের রাতে তোমার হাসির শব্দে
পাহাড় সমান অভিমান ভুলে দরোজা গেলো খুলে
অনশনরত ভালোবাসা ফিরেছে ঘরে
গলেছে কঠিন পাথর,দেহ ফুঁড়ে নামছে জল।
দুর্বিনীত তরঙ্গ নদী,তুমি এসো
কতোদিন তোমার স্পর্শ নেই
কতোদিন ভিজে চুল দাওনি মুছে
আমাকে ভাসাও,আমাকে জাগাও
তুমুল ফাল্গুন নিয়ে এসো জীবন সাজাও।

লুৎফুর রহমান চৌধুরী
ষড়যন্ত্রের জালটা ফেলে
কাবু করতে ছিলো
সততা আর আত্মবিশ্বাস
ধ্বংস করে দিলো।
দত্তক নেওয়া শব্দগুলো
বলে না কোন কথা
অশ্রুজলে বালিশ ভিজে
বুকে বাড়ে ব্যথা।

মলি খান
নীল শাড়ি লাল টিপে
উড়বে যখন চুল,
কাশফুল হয়ে লুটু পুটু খাব
হোক না কিছু ভুল,
মনে লাগবে দোলা,
তোমার প্রণয় এই হৃদয়ে
সযতনে তোলা,

খুরশিদ আলম
দু 'ফোটা বিষ দাও, খেয়ে নিই -
ওষ্টাগত প্রাণ,
হৃদয়ে বহ্নি দাও, জ্বালিয়ে দেই -
সবুজ বাগান।
ডুবিয়ে দাও,তলিয়ে যাই -
সাগর অতল।
হিমবাহ প্রস্তরে অন্তরীণ করে দাও,
জমে যাই -বরফ শীতল।
হাজারো প্রেতাত্তা মাঝে নিক্ষিপ্ত করো,
ছিড়েকুড়ে দিক - হয়ে যাই বিলীন।

কবিতেয় রাকিব মাহবুব
দগদগে ঘাঁ চারপাশে নিরব গোঙানির শব্দ!
সবারই ব্যক্তিত্ব বিসর্জিত
মুখোশে ঢাকা আবয়ব!
মুখে নীতি নৈতিকতা অন্তরে হিংস্র পশুজাত,
তান্ডব মুহূর্তেই স্বভাবজাত
সভ্যতা আজকাল কুপোকাত!
বক্তব্যে সংস্কারের ফুলঝুরি বাস্তবায়নে
গতানুগতিক তুবড়ি
ভবিষ্যতের রূপকথার ঝুড়ি
বর্তমানে হাতে চুড়ি।

ডিউক হুদা
দেশের তরে সবার আছে, অনেক অবদান
তবে কেন আমরা সবাই, করবো অভিমান
দেশটি হলো মোদের সবার, বাসবো ভাল ঢের
সবাই মিলে আলো জ্বেলে, ফুল ফোটাবো ফের।

ম স আলম
(ক ও খ বর্ণ ব্যতিত লিপোগ্রাম ছোট কবিতা)

সুহাসিনী! নামটা আমার সংবহনতন্ত্রে বিদ্যমান
লিম্ফ্যাটিস সিস্টেমের মতো নিয়ন্ত্রনে রয়।
তুমি হোমিওস্টাসিসের ন্যায় নিয়ন্ত্রণে জাগ্রত,
তোমার নয়ন যুগল ইটিগ্রেশন সিস্টেমে
আমার অভ্যন্তরে ডিহাইড্রেশন উৎপন্নে ব্যস্ত।

মোহাম্মদ মিজান (চট্টগ্রাম)
সময় স্বপ্ন উড়িয়ে চলে, নিজের থেকে দুরে,
অভাগ চোখে হাহাকার, যাচ্ছে সবিই সরে।
বলবো কাকে নিজ কথা? নিয়তি হয়তো এমন,
সহজ নয় তো বেঁচে থাকা, তার ই নাম জীবন।

মোহাম্মদ আবুল কাসেম
লিখবো কি না ভাবছি এখন সন্ধ্যা আছে দুয়ারে,
বাইরে আছে বৃষ্টির ছোঁয়া মনটা ভাসছে জোয়ারে।
গরম গেলো শীতল হয়ে শরীরটা নয় ভেজা ঘামে,
মনটা আজি শান্ত ভীষণ যখন বাইরে বৃষ্টি নামে।

চাঁদ সুলতানা
তোমাকে ভালোবাসি বলে
কষ্টের প্রহরটাকে দূরে যেতে বলে
সুখের স্বপ্নকে আলিঙ্গন করেছি।
তোমাকে ভালোবাসি বলে
টিউলিপ গোলাপ আর কৃষ্ণ চূড়ায় সাজানো
কোন পার্কে তোমার জন্য গোলাপ
হাতে নিয়ে অপেক্ষা করেছি।
তোমাকে ভালোবাসি বলেই
পৃথিবীর সব অন্ধকারের মাঝে
পূর্ণিমা চাঁদের আলো দেখতে পাই।

এম হানিফা
তোমার চোখে আমি দোষী
যদিও তোমায় ভালবাসি।
দেখলে তোমার মধুর হাসি
মনের সুখে আমি ভাসি।
তুমি আমার মনের রাণী
হৃদয়ে বাজে তোমার ধ্বনি।
আকাশ-বাতাস সব খানে
তোমার সুরে আমায় টানে।

এ কে এম রবিউল ইসলাম
সন্তুষ্টি অর্জনের কামনা বাসনা
সারিসারি পাপ আছে গো জমা
ক্ষমা করো হে পরওয়ারদিগার,
হর হামেশাই ভুল পথে চলি
সুযোগ দিও শুধিবার।

শাহজাহান রবি
খুব বেশি চাইলেই নাকি- ছাই হয়ে যায়!
কিছু মানুষ আছে শুধু- আগুন বুনে গায়।

অধরা আলো
কাজল চোখে লেখা এক অপূর্ণ গল্প,
নিঃশব্দে হারায় রাত্রির ছায়া।
স্বপ্নের ভেলায় ভেসে চলে দূর,
চাঁদের আলোয় বাঁধা তার মায়া।
তবু কেন এই অন্তহীন ক্ষণ,
চোখের ভাষায় লুকিয়ে ব্যথা?
তুমি কি জানো--কাব্যকথা
অন্ধকারও খুঁজে প্রেমের পথ,
কাজল চোখের মেয়ে,
তোমাতে লেখা জগতের যতকথা।

আব্দুল গনি ভূঁইয়া
"আজ বৃষ্টি ছিলো দুঃখ ভুলানোর গল্প শুনতে
ছাদে গিয়ে দেখি তুমি নিঃসঙ্গ,
তোমার মুচকি হাসি
দেখে বুঝে নিলাম বাদল
দিনে মন্দ নয় পেলে আমার সঙ্গ।"

ইলোরা সোমা
তোমার সাথে দেখা হবে বলে
এই আনন্দে নাচে মনরে,
কত যে গেলাম হেঁটে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে।
একটা দীর্ঘ বর্ষা নামুক মিটে যাক দহন শোক,
সারা সকাল বৃষ্টি ঝরুক যন্ত্রণাদের মৃত্যু হোক।
ভিজুক সারা শহরতলী আজ প্লাবনে ভাসুক লোক,
হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার
নতুন করে জন্ম হোক।

কামরুন নাহার শিপু
অন্তহীন প্রেমের নীলিমা ছড়ানো দিগন্তে
অনুভবে দুটি আঁখি ভেসে যায় সীমান্তে।
কি যেনো বলি বলি করে বলা হলোনা আর;
অবেলায় ঝরে যায় সুখ, দুঃখের পারাবার।

সুরাইয়া সুলতানা
আমি গভীরতা জানি তুমি হাওয়ায় ভাসা পাল
তবুও আমি ব্যর্থ সাঁতারু
তুমি ঠিক ধরে আছো হাল।
আমি বাঁধতে জানি
তোমার বাঁধন তেমনি শিথিল
তবুও তোমার ঘিরে আছে জীবন
নিঃসঙ্গতা ছুঁয়েছে আমার নিখিল।

শেখ রব জেল হোসেন
দহনের তীব্রতা জমে থাকে
সারাক্ষণ বুকের চারপাশ,
উড়ে যেতে চায় মন আমার
যেখানে তোমার বসবাস।
একা একা সকাল দেখা
এভাবে আর কতোকাল?
কতো রাত থাকবো একা
বুকের মাঝে আজ হরতাল।

সাহারা আনোয়ারা
বিস্মিত চোখে দেখি অপলক
ধরার এ বদন আহা কি ঝলক!
নেশায় নেশায় নেশাঘোর শুধু কাটে
তোমার রুপের বর্ণনা সব পাঠে।
যতো যা দেখি ততোই প্রেমে পড়ি
এ প্রেমে যেনো আজন্মকাল মরি।

জেসমিন জাহান নিপা
নীল আকাশটা সেজেছে আজ
গোধূলির এই বেলা
টুকটুকে সেই গগন জুড়ে
লাল আবিরের মেলা।
তারার কুঞ্জে গল্পের আসর
সন্ধ্যায় রানী সাজে
এলোমেলো মাতাল হাওয়া
এ হৃদয়ের মাঝে।

ফয়েজুর রহমান
নয়নের আড়ালে আছ তুমি বহুদূরে ঠিকানা,
তবু হৃদয় গহীনে প্রতিক্ষণে তোমারি ভাবনা।
প্রতিটি নিঃশ্বাসে খুঁজে পাই প্রীতির ছোঁয়া,
আকুল প্রাণে ব্যাকুলতায় গভীর মায়া ।
কণ্ঠের ধ্বনি সুরের মূর্ছনা,
অজস্র আবেগে সুখের কল্পনা।

আউয়াল খন্দকার
তোর প্রেমের প্রচন্ডতায়, আমি বাকরুদ্ধ
কতটা পথ পাড়ি দিলে, হবো পরিশুদ্ধ?

জাকির হোসেন
একটি জীবন চেয়ে আমি হাজার জীবন পেলাম,
বিনিময়ে এই ভুবনের কি-ইবা এমন দিলাম!
কিছু সময় কিছু কথা, কিছু ভালোবাসা
সব ছাপিয়ে রইলো শুধু কিছু স্বপ্ন আশা।

অনীক রহমান বুলবুল
হাত পেতেছি হাত-
বিকেল শেষে ক্লান্ত দেহে নামছে গভীর রাত।
বুক পেতেছি বুক-
উদার জমিন দেহের ভাঁজে আর করিনা দুখ।
চোখ পেতেছি চোখ-
গহীন মনের দহন জমে পাথর এবার হোক।

এ.বি. সিদ্দিক (সবুজ)
ভালোবাসার বিনিময় ভালবাসা ই হয়,
ভালোবাসা কখনো কেনা বেচা নয়।
আপন মনে মন মিশিয়ে চিনতে হয় তারে,
চিনতে কভু ভুল করিলে প্রেমের ফাঁদে পড়ে।
প্রেম পিরিতির মায়ার জালে,
একবার আটকে গেলে,
দুজনে নিমজ্জিত হয়, ভালোবাসার যাঁতাকলে।

মুহাম্মদ শাহীন আল মামুন
আকাশ আজকাল আয়নাহীন
মেঘেরা মুখ ঢাকে, কারণ তারা লজ্জিত
মানুষের মুখোশ দেখাতে।
বাতাসে ভাসে শব্দের ছিন্নভিন্ন অংশড়
নৈঃশব্দ এখন সবচেয়ে প্রথিত কবি।
পথগুলো দিক ভুলে ফেলে,
কারণ দিশারি মানচিত্রে এখন
চেতনার মৃতসঞ্জীবনী নেই।
আমরা হাঁটি অথচ চলি না;
আমাদের পদশব্দলীন,
প্রতিবাদ নিঃশব্দে বন্ধক।

আব্দুল হালিম ইবনে জালাল
ভুল মানুষের খপ্পরেতে
পড়লে কভু দিবস রাতে।
জীবন হবে অনল পোড়া,
আসবে বিপদ জোড়াজোড়া।
মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে,
জড়িয়ে গেলে হেথায় তবে।
মানুষ চেনা কষ্টের কাজ,
ভুলের বার্তা পায় সমাজ।
সহজ সাদা যাদের মন,
সরল বিশ্বাস সারাক্ষণ।

হাসিনা সুলতানা
মেঘলা আকাশে বৃষ্টির ছোঁয়া
অসময়ের ফোড় লাগে বেশ,
অফুরন্ত অলস সময় কাটছে ছায়া ঘেড়ায়
যদি বলো যেতে পারি তেপান্তর!
যদি চাও ভুলতে পার এই প্রান্তর,
স্মৃতিগুলো স্বপ্নিল আকাশ ছোঁয়া
কখনো নীল কখনো সবুজে ঘেরা
নিস্তরঙ্গ এই জীবন চাকায়।

নীলিমা আক্তার নীলা
তুমি কী আমার বন্ধু হবে, স্বপ্ন হবে গল্প হবে,
দুঃখের সময় দুঃখী হবে সুখের সময় সুখী।
পড়ন্ত বিকেলে হাঁটবো দু'জন কৃষ্ণচূড়ার নিচে,
ভাঙা টুলে চায়ের কাপে স্বপ্ন থাকবে মিশে।

সাহানা সুলতানা
নবীন পথের যাত্রী তুমি
তোমার পথ ছিলনা মসৃণ
কখনো তুমি ভয়াল গর্জন শুনো
কখনো আধার তিমির।
কখনো হায়েনার দল
পথ রোধ করে তোমার
কখনো ছিঁড়ে ছুড়ে খায়,
করে লাঞ্ছিত, তবু যে পথে চলছ তুমি
ভয় পেয়ো নাকো কখনো।
তিমির কাটিবে, আধার ঘুচিবে,
চালাও তোমার খঞ্জরও।
সব তান্ডব লন্ড ভন্ড কর,
চল উন্নত শিরে,
নবীন পথের যাত্রী তুমি-
কখনো তাকাবে না পিছু ফিরে।

মিশকাত উজ্জ্বল
ছোট্ট একটা মন, তাতেই বৃন্দাবন।
ছোট্ট দুই আঁখি-গিরি-সিন্ধু ধরে রাখি।

কঙ্কালে আত্মা

বাউল কবি বেলাল

শীতের বিছানায় জল ঢেলে পালালে
গ্রীষ্মের তাপদাহে কম্বল উপহার, হাসালে
সাজানো সংসার ভেঙ্গে করলে চুরমার
এখন কেন ফিরে এলে গোধূলিতে?
ঝরা পাপড়িতে ভ্রমরের গুঞ্জন, চমৎকার।

মিথ্যার জয় জয়কার

দেবদাস হালদার

বিদ্যা জ্ঞান যতোই করবে দান
বাড়বে ততোই-হবেনা সহজে ম্লান।
ধন জন ক্ষমতা হবে ক্ষয়
জগৎ ধামে এটা বেঠিক নয়।
মিথ্যার জয় জয়কার একালেই হয়।

বকেয়া

এবিএম সোহেল রশিদ

পকেট ভর্তি মেঘ, রোদের অপেক্ষায়
আগুনমুখি বজ্রপাত কী বলতে চায়?
কে শোনে, সবাই বোঝে বেশি।
দানব রূপি ঝড়ে সব নড়বড়ে
বকেয়া প্রেমের পৌনঃপুনিক ছায়া রাশি।

পাঁচের প্যাচ

পল্লব রিভূলেট

তুমি একদিন কার্পেটে সমুদ্দুর এঁকেছিলে
আমি সেখানে প্রণয় জাহাজ ভাসিয়েছিলাম!
তুমি সেদিন বৃষ্টিতে নৃত্য করেছিলে
আমি সেটা ফ্রেমে বন্দী করেছিলাম
প্রেমের একটি শরীর আঁকবো বলে!

পরিত্রাণ

মো: দেলোয়ার হোসেন

সহস্র অযুত অগ্নিবাণ ঝরছে কেবল
জ্বলছে মাটি, বসতি বৃক্ষাদি প্রাণ।
গর্জনে গর্জনে বর্ষণ হচ্ছে মিসাইল
অশুদ্ধ হচ্ছে মানব তীর্থ পূণ্যস্থান !
কোথায় গন্তব্য,কিসে হবে পরিত্রাণ !

সঙ্গম

শহীদ মনজু

রেইনকোট ছাতা কিছুই সাথে নেই?
ভিজবে নাকি, ভিজবে তুমুল বৃষ্টি!
কেমন দেখায় ভিজে সপসপ তোমাকেই
লেপ্টানো শরীর যক্ষ প্রিয়া লক্ষ্মীটি,
তুমি তুমি, তুমিই তো সেই।

মনুষ্য জ্ঞানে

মোঃ কামরুল হাসান

পুস্তক জ্ঞানে আলো আসে ধ্যানে
মনুষ্য জ্ঞানে মিলন হয় প্রেমে
আমিত্বকে যে দিতে পারে বির্সজন
কাম নগর অধিপতি করে শাসন।
নিজকে নিজের মাঝে খুঁজে সর্বক্ষণ।

শান্তি চাহি

নূরুল হক খান মাস্টার

ওগো রাজাধীরাজ, শান্তি চাহি ধরণীতে,
মনুষ্য জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায় নাশি,
হৃদয়ে ছড়িয়ে দাও সবুজের সমাহার,
বিশ্ব আজি ভরে উঠুক মানবতায়-
দূরীভূত হয়ে যাক সব রেষারেষি।

প্রহসন

ফাতেমা মিতু

মেঘ ছুঁতে চায় নির্মোহ মন,
অকারণে করে তারে বিবশ এমন।
যুদ্ধের প্রহসন নিয়ে আদিম উল্লাস,
চৈতন্য ভেঙে যেন নির্লজ্জ প্রকাশ,
প্রয়োজন শুধু মানবতার যৌথ প্রয়াস।

তৈল

হুসাইন আহমেদ (হিরু)

ইহার ব্যবহার জানেন বেশী যারা-
ইতিহাসের সেরা পদক পায় তারা!
অমূলক অন্যায়ে অসত্যে অনেক সমাদৃত।
বর্তমানে,ঘুষ,দুর্নীতি,অনিয়ম,অপসংস্কৃতি
কালা-কানুনেও দেখামিলে ইহার উপস্থিতি।

পরাজয়

মোহাম্মাদ নাঈম কাকন

প্রখর জাগ্রত স্বপ্ন চেতন মহাশয়
মৃত্তিকা বিস্ফোরণ ঝলসানো কোন ভয়?
আসিবে যখন মহা ডঙ্কা প্রলয়,
নিশ্চিত হবে তোমার সাম্রাজ্য ক্ষয়,
রঙের রঙ্গিন খেলনার হবে পরাজয়।

হুলস্থুল

সাব্বির আহমেদ

বাঘ বিহীন অরণ্যে শিয়ালেই রাজা!
মহামন্ত্রী বনবিড়াল, বেজির পাইক সাজা।
হাঁস-মুরগি আমজনতা, তলব অকারণে,
সুযোগ পেলেই চালাইতেছে খঞ্জর গর্দানে।
ঘোড়া, মহিষ, গর্দভেরা ঘুমিয়ে গর্জনে।।

উজ্জ্বল এক নক্ষত্র

কাজী এস আর রাশিদা

মুগ্ধ নয়নে বারংবারে দেখেছি খুব
শিহাব রিফাত আলম অলংকৃত রূপ
বয়সের কাঁধে আঠারো যেন তার
জাগ্রতে দেখেছি বহুরূপে অপূর্ব সমাহার
পঞ্চবানে যেন যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট!

অবক্ষয়

জুলহাস চৌধুরী পলাশ

ইসরাইলের এক সমুদ্র রক্ত পিপাসায়,
ফিলিস্তিনে শিশুরা ক্ষুধায় ঘাস চিবায়।
মুসলিমরা নির্বাক, লেজ গুটিয়ে রয়,
সভ্যযুগে অসভ্যতার প্রতিনিয়ত দেখি জয়।
কোথা খালিদের তলোয়ার দেখাও বিস্ময়?

অপূর্ব বাংলাদেশ

রোকেয়া মুন্নি

স্বদেশে না জন্মালে আফসোস হতো
জীবনটা একেবারে অযথা বৃথা যেতো
বাংলা ভাষাকে করতাম কতোইনা মিস
ঐতিহ্যের পতাকাটা করতো কারা হদিস?
এই আমার বাঙালির অপূর্ব বাংলাদেশ।

ভালবাসার রূপ

সুপ্রিয় কুমার বড়ুয়া

আমার প্রিয়ার মুখ চাঁদের মতো
সব প্রেমিক এক কথায় রত,
যখন হয় প্রেমিক প্রেমিকার মেলবন্ধন
সাগরে ভাসে তিমি মাছের মতন
বছর পরে খোঁজে একাকিত্বের আলিঙ্গন।

জনতার নেতা

পবন কুমার সাহা

এখনো দেখি সেদিনের দেখা ছায়া
তবুও মন মাতানোর সেই মায়া
ডাকছে মঞ্চে জনতার নেতা কবি
ভারত থেকে বাংলাদেশে গেছে যারা
দিয়েছে হাতে মানপত্র ধরা ছবি।

শেষ কোথায়

সুশান্ত ঘোষ

নৃশংসতায় মারছে ওরা ভাঙছে বেদী
মৌলবাদীরা তুলেছে ফণা দেশটা জুড়ে
বোবা যন্ত্রণায় কাতর জাগ্রত কলমগুলো!
বাংলায় বিশ্বাসগুলো বোবা হতে চায়
নির্লজ্জ ঘৃণায় ধিক্কারে লজ্জায় নীরবতায়।

ধর্ম

আশা সরকার

জন্মসূত্রে ধর্ম হতে পারে ভিন্ন,
কর্মে থাকুক মনুষ্যত্ব বোধের চিহ্ন।
সকলে আমরা দেশমাতার সন্তান জানি,
ঐক্যবদ্ধ সংহতিতে মিলনের সুর টানি।
এসো গড়ে তুলি মহা মানববন্ধন।

বৈষম্যের আঁচলে

দীনবন্ধু সরদার

সমাজ সংসার জ্বলে আমিত্ব বিষে,
চাঁদের মুখে শুধু কলঙ্কের কালি।
চলার পথ ভরছে আগাছা জঞ্জালে,
জীবনের ক্ষেত্র ভূমিতে পরিহাসের পাঁচালী
মানবতা মরমে মরে বৈষম্যের আঁচলে।

মানুষ মানুষের জন্য

সোমা কর

জাগুক জাতি, শিক্ষা কলুষমুক্ত হোক,
ধর্মের হানাহানি ধ্বংস করে সভ্যতা,
মানুষ বাঁচুক শুধু মানুষের জন্য।
বৈচিত্র্যের মাঝে ফিরে আসুক একতা
এ ধরণী তবেই হবে ধন্য।

নারী ও নদী

মুহাম্মদ শামসুল হক বাবু

নারী তুমি কন্যা মাতা ভগ্নি
মোর বধু প্রিয়জন অথবা অগ্নি,
তুমি কাঁদলে হঠাৎ বিজলি চমকায়
আকাশে বাতাসে ঝড় বহে ধমকায়
বিপদে নদী পাড়ি দেব নৌকায়।

প্রেম

ওমর ফারুক মিয়াজী

এক জীবনে কত প্রেম আসে
কত প্রেম হারিয়ে যায় অধরা
প্রেম পূন্যতায় পূর্ণ হয়না আর
স্বার্থের কাছে হেরে যায় প্রতিবার
তবুও প্রেমে পড়ে বেহায়া মন।

প্রেমালিঙ্গণ

মৃণাল চৌধুরী সৈকত

মান আর অভিমানে জাগতিক প্রেমরস
তোমার অসহিষ্ণু ভালোবাসার অন্তরালে ভরা,
আমার খরশ্রোতা যৌবনের উষ্ণ প্রেমালিঙ্গণ
সভ্যতার মাঝে অসভ্যতার সমাজ ব্যবস্থায়
আজ শুধুই তোমাকে আমাকে কাঁদায়।

বিদায়

আতাউল ইসলাম সবুজ

বাড়ি গাড়ি সব কিছু ছাড়ি
অনন্ত পথে দিতে হবে পাড়ি।
আত্মীয় স্বজন আপনজন যারা ছিল,
সকলেই চিরতরে শেষ বিদায় দিল,
সাদা কাপড় পরিয়ে কবরে নিলো।

সুনাম

তাসলিমা বেগম

কবির কবিতায় যদি থাকে ধরাধাম
পঞ্চমা কবিতার হয় কতই সুনাম!
দ্বিতীয়া তৃতীয়া নয় চতুর্থদশ পদী
ষষ্ঠকের কথাও তো বহে নিরবধি!
অবশেষে পঞ্চমায় এসে দিলাম লাগাম।

পাঁচতারকা

সৈয়দা তৈফুন নাহার

রুপমে অনুপম পঞ্চমে স্বর চড়ে
পঞ্চরাগে ছড়ায় হাসি জলজোস্না নড়ে
পঞ্চকুলিং পঞ্চকাব্য পঞ্চধা নাম যা
শিহাব রিফাত রুপমেই পঞ্চধারা তার
পঞ্চ তারায় বসায় মেলা কাব্য বিশ্লেষণ।

বিনাশ

ওমর ফারুক

ফারুক! দৃষ্টির গভীরে স্রষ্টা খোঁজো
আত্মার সাথে করো নিবিড় ভাব।
শব্দের ঝর্ণায় অটুট, নিখাঁদ বিশ্বাস
নিখিল ভুবণ রবের জিকিরের উচ্ছ্বাস,
নিঃশব্দের অশরীরী নৈঋত, করুণ বিনাশ।

বেকারত্ব

শ্রী নিত্যানন্দ বিশ্বাস

বেকার হয়ে দিন বয়ে যায়
সকাল বিকাল গুনছি ক্ষুধার প্রহর।
লেখা পড়া শিখে মোরা হবো
উকিল, মোক্তার,ডাক্তার,জজ,ব্যারিস্টার।
থাকবো না টোটো কোম্পানির ম্যানেজার।

প্রিয়া তুমি আমার

সৈয়দ তৌফিক কামাল

প্রিয়া তুমি আছো শ্বাস-নিঃশ্বাসে
তোমার মিচ কালো কেশের সুবাষে
বেভুর হয়ে যাই আমি নিরুদ্দেশ
তুমি আড়াল হলেই আমি শূণ্য
হৃদয়টা তখন কাঁদে তোমার জন্য।

প্রতীক্ষা

নিনা ইসহাক

হারালে তুমি নিকোটিনের অর্পিত ছায়ায়
রুদ্ধশ্বাস ঠায় দাড়িয়ে আমি অপেক্ষায়।
ঝিঁঝির নৃত্যে কান পেতে রই
আহা তুমি আর ফিরলে কই!
আমি তোমার সেই নন্দিত সই।

অপেক্ষা

নুসরাত জাহান কথা

শুধু তুমিই আমার সমুদ্রের গর্জন
বুক ভরা ভালোবাসা এটাই অর্জন
প্রবাসে তুমি, আবাসে আমিউর্বিসর্জন
স্বপ্ন, অপেক্ষা, নোনাজল, ছবি, দহন
তবু হৃদয়ে গাঁথা স্পর্শ শ্রবণ।

আপন আলয়

রোবাইয়াৎ গুলশান আরা

সবুজে আঁকা আমাদের এই ভূধর
উত্তাল হিল্লোল বহে সারা দিনমান,
মেঘেরা খেলা করে সাজেকের চূড়ায়
ঝর্ণার পানি ঝরে পাহাড়ের গায়,
এটাই যে আমার আপন আলয়।

গিরগিটি

উত্তম দেবনাথ

বাঁচতে চাও? তাহলে গিরগিটি হও।
সেই বাঁচা - শুধুই শরীরি বাঁচা।
রঙ বদলিয়ে - তোমার বাঁচও খাঁচা।
রাতে দিনে, সকল স্থানে রংপাল্টাও।
নিজস্বতার কবর দিয়ে - বাঁচিবারে বোলপাল্টাও।

নীলাঞ্জনা

শিহাব রিফাত আলম

তোমার হাসিতে বৃষ্টি ঝরে পড়ে
তোমার ইশারায় সাধু নজর করে
তোমার চাহনিতে কালো মেঘ নড়ে
তোমার প্রেমের তরীতে ঈশ্বর চড়ে
তোমার মান ভাঙ্গাতে শিহাব লড়ে।

ফিলিস্তিনরা মজলুম

হুমায়ুন মোহাম্মদ

ইমাম খোমেনি অবিসংবাদিত আধ্যাত্মিক নেতা
বিংশ শতাব্দীতে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা
তিনি বলেন আমরা মজলুমের পক্ষে
ফিলিস্তিনিরা মজলুম আর ইসরাইল জালেম
সেজন্যে আমরা ইসরাইলের বিপক্ষে দাঁড়ালেম।

ভালোবাসি বলে সকলে

শাশ্বতী

ভালোবাসি কথাটা বলা অনেক সহজই
ভালোবাসা কথার গভীরতা অনেক বেশী,
হাতে হাত রেখে একসাথে চলতে হয়
সুখে,দুঃখে পাশে থাকতে হয়,
ভুলগুলো সরিয়ে ভালোবাসতে জানতে হয়।

ভক্ত

এম. এ. মাসুদ মিঞা

আমার, কেন যে, এত মায়া,
কেন মনে হয়, কত চেনা।
কেন জানিনা, এত আপন তুমি,
আমি, তোমার ভক্ত, তাই জানি!
কবে বুঝবে তুমি? ভালোবাসি আমি

অচেনা প্রেয়সী

গোলাম মওলা শিকদার

ডালা ভরা মধু সাজতে বধূ
অপেক্ষা করছো হবে নতুন বধূ।
দূর জানালায় দাঁড়িয়ে মারছো উঁকিঝুঁকি,
দিচ্ছো চোখে মায়াবী অনন্যা চাহনি ,
আমি যে তোমার প্রেমে মরিমরি।

কবি ও কবিতা

চেতনায় নজরুল
চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

নজরুল নটরাজ ছন্নছাড়া যুবরাজ
দুখুমিঞা ছিল যার নাম,
লেঠোকবি ছন্দরাজ বিদ্রোহের মহারাজ
চুরুলিয়া ছিল পূর্ণ ধাম।
চেতনায় নজরুল হৃদয়েতে বুলবুল
শতগুণে গুণী তব কবি,
সাহিত্যের আকাশেতে বিদ্রোহের বাতাসেতে
বিদ্রোহের এঁকেছেন ছবি।
ঝড়ঝঞ্ঝা অঘটন অর্থাভাবে অনটন
দাফন কাফনের নেই মূল্য,
সন্তানের সৎকার হয়নি চমৎকার
শর্তের বিনিময়ে অর্থের তুল্য।
ঝরে গেছে ফুলগুলি ঘুমিয়েছে বুলবুলি
কষ্টটা ছিল না তো অল্প,
সাহায্যের অনুদান লেখনীর প্রতিদান
আদিখ্যেতা করে বলছি নাতো গল্প।

পল্লী বধূ
শেফালী হোসেন

পল্লী বধু পথ ধরে যায়
মেঘনা নদীর পাড়ে,
কলসী কাঁখে নদীর ঘাটে
সবুজ ছায়ার ভীড়ে।
সোনার বরণ রূপ যে তার
মুখে মিষ্টি হাসি,
রূপ দেইখা তার রাখাল ছেলে
বাজায় শ্যামের বাঁশী।
তাইনা দেখে ঘোমটা খুলে
আঁড়ে আঁড়ে চায়,
পাল উড়িয়ে সুজন মাঝি
ভাটিয়ালি গান গায়।
আলতা মাখা পায়ে নূপুর
ঝুলছে কানে দুল
লাল পাড়ের শাড়ী পরা
খোঁপায় জবা ফুল।

আমি যাবো না
বেগম ফিরোজা খান

আমি যাবো না সেইখানে
বিলাসী মনের আহ্বানে,
যৌবনের উত্তপ্ত মৌবনের
সখা সখী গান গায় কুঞ্জবনে!
যেখানে পরশ্রীকাতরতা অন্তর দহনে
ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় হয় আপন মনে।
স্বার্থের জন্য ধুলিসাৎ হয় অপবিত্রতায়
কুটিলতা জটিলতা হয় হরহামেশায়।
যেখানে ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদে ক্লেদাক্ত ছেদ
ভুবন মোদের আখিরাতের ক্ষেত।
আমি যাবো না সেই খানে
যেখানে আছে মিথ্যে,
তা থেকে দূরে রবো আনন্দ চিত্তে।
ক্ষীণ ব্যর্থতায় হবো না লীন
সত্যের সন্ধানে জয়ের চেষ্টায় হবো না আশাহীন।
আমার নেই কোনো ভয়, করবোই জয়!!১১)
হিরন্ময় আলোক প্রভায়
শুক্কুর চৌধুরী

একুশে ফেব্রুয়ারি
মহুয়া বাবর

ধোঁয়া ওঠা চায়ের পেয়ালাতে
যখন চুমুক রাখি,
নীল আকাশে চোখের তুলিতে
বাংলার ছবি আঁকি।
নদীর ঢেউ ঝিলমিল দোলে
নাচে দোয়েল পাখি,
পাহাড়ী বাউল কি সুর তোলে
মন হারাবো নাকি?
মনের খাঁচায় স্বপ্নের সে বাড়ি দেয়নি তো
কভু আঁড়ি,
কেমন করে গায় জারি সারি
আজো কি ভুলিতে পারি?
রক্তঝরা স্মৃতির স্মরণে এসেছে
একুশে ফেব্রুয়ারি
কেমনে ভুলি শহীদ বেদিতে
বায়ান্নর আহাজারি?

প্রেমী
শ্যামলী ইসলাম

মন ভরেনা তোমায় দেখে
তাইতো চেয়ে থাকি,
চেয়ে চেয়ে বারেবার
তোমার মুখখানিই দেখি।
স্বাদ মিটেনা দিলের স্বাদ
রূপ যে তোমার ঝলক,
দৃষ্টি আমার গভীর তোপে
ফিরে না এক পলক।
হয়নি দেখা জান্নাতি হুর
মন বলে সই তুমি,
সত্যি হুরের দেখা মিলে
প্রেমের চোখে দেখলে প্রেমী।

অনুরাগ
মিনা রবিউল

সুতোটা ঘুড়ির সেই কবে কেটে গেছে,
বুঝিনি তখন কি মায়া ছাড়িয়েছে।
যখন বুঝতে পেরেছি সেতো সুতো নয়,
হৃদয়ে হাহাকার ভাঙ্গা অদ্ভুত চন্দ্রিমা হয়।
যার ছায়ায় আশায় আশ্রয়হীন হয়েছি,
এতোটাকাল পরে তাই বুঝেছি।
রাগ যখন হারিয়েছে এখন বুঝি নয় রাগ,
জীবন সন্ধিক্ষণে বুঝলাম এটাই অনুরাগ।
এখন ঘড়া আছে বৃষ্টির বারি ধরে রাখি,
হৃদয় ঘড়া শূন্য উড়ে গেছে স্মৃতি পাখি।
কতো স্বপ্ন আর স্মৃতি আকড়ে আছি,
শাদা কাগজে জীবন,খেলেছি কানামাছি।
সেই ঘুড়ি উড়ছে হাওয়ায় শূন্য আসমানে,
বুঝেছি অনুরাগ এতোটা বছর পর জীবনে।

শিহাব রিফাত আলম: প্রজ্ঞার আলো
মামুনুর রশীদ (সোহেল)

স্বপ্ন আঁকেন যিনি প্রভাতের রঙে,
নিঃসীমে উড়েন যেন পাখিদের ঢঙে।
সাহস তার ভাষা, দৃঢ়তা তার সাথী,
সময়ের বুকে গড়েছে যে খাঁটি।
চিন্তার শিখায় দীপ্ত তার পথ,
নতুন দিগন্তে ছড়িয়ে দেয় রথ।
জ্ঞান আর প্রজ্ঞা একসাথে ধায়,
তরঙ্গের ছোঁয়ায় সৃষ্টি যে গায়।
শিহাব নামেই যেন আলোকিত দীপ,
অন্ধকার ঘুচিয়ে দেয় সেই সে প্রদীপ।
বুদ্ধির ধারায় রচনা তার গান,
স্বপ্নের মঞ্চে সে মহান।

এখনো
রিমি কবিতা

কথা ছিলো দু'জন একসাথে উড়বো
মেঘের সমুদ্রে,
তুমি ঠিকই উড়ে গেলে আর আমি পড়ে
রইলাম জীবন্মৃত পাখির পালকের মতো ;
যেতে পারলাম না।
খাঁচায় বন্দী হয়ে গুমরে গুমরে শুধুই
প্রতিক্ষা করলাম হয়তো
একাকিত্বে ভুগে ছটফটিয়ে ফিরে আসবে
কিন্তু তুমি আর আসো নি,
আমারও আর জীবন দেখা হলো না,
হলো না মেঘের সমুদ্রে নামা ;
ছেঁড়া পালক নিয়ে ছিন্ন
আমি এখনো স্বপ্ন দেখি!!

পাগল হব
মৌরি মরিয়ম

পাগল হতে ইচ্ছে করে একবার
আজন্মের যাপিত জীবনে
এবার আমি পাগল হব।
অসীম চরাচরে উড়িয়ে দেব সোনালি কেশ,
বিনুনির ভাঁজ কাটিয়ে জটাধারির লইব বেশ।
পাহাড়, নদী দেখুক চেয়ে ব্যকুলতার ক্ষিপ্ত রূপ,
পরিপাটি জীবন কেলে এবার
পাগল হতে ইচ্ছে করে খুব।
আজন্ম কেটে গেছে অপূর্ণ আকুলতায় হাজার
নিশি ঐ সুরের মায়ায়,
এবার আমি পাগল হব।
সমুদ্রের ঢেউ হব, পর্বতের চূড়া হব,
শুরু পথের শেষ হব, সাদা ফুলের মায়া হব,
না যদি হই, তবে হব ইচ্ছামতি
যতটা আজন্ম পুড়েছি আমি।
হিসেব নিকেশ উলটে ফেলে
এবার আমি পাগল হবোই।।

ফিরে পেতে চেয়ে
ড.বলরাম ঘোষ (ভারত)

চারপাশে বড় অভিমান জড়ো হচ্ছে
নীল সমুদ্রে ঝড় ওঠার আগে
ক্ষোভে ফুঁসে ওঠা বাতাস
বড় ভারী হয়ে আছে।
একটা নিস্তব্ধতার পরে বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে
দিলেও উত্তাপ কমে যায় না !
মনের কোনে জমে থাকা মেঘের মতো
জমে থাকা অভিমান একদিন
তো ঝরে পড়বেই!
আমি তুমি পৃথিবী যতই চুপ থাকি না কেন
একদিন সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবেই
হয়তো সূর্যাস্ত দেখবে বলে,
হয়তো সূর্যোদয় পর্যন্ত
সারারাত মানুষ অপেক্ষা করবে
একটা আস্ত অন্ধকার
কাটিয়ে ঘাসে ঝরা শিশির,
ধান ভরা মাঠ আর নীল।

তুমি আলোর পথের যাত্রী
মাসুদ মাহাতাব

তুমি যখন কারও চোখের জল মুছিয়ে দাও,
তুমি তখন ঈশ্বরের ছায়া হয়ে যাও।
নিজের দুঃখ গোপন রেখে হাসো যে মুখে,
তার হাসির আলোয় জীবন পায়
দিক আর সুখে।
ভালো মন মানেই শ্রাবণের এক নরম ভোর,
যেখানে দুঃখ এসে চুপিচুপি করে হারে হর।
যেখানে ভালোবাসা কেবল শব্দ নয়,
বরং নিরবে দেয় আশ্রয়,
দেয় হৃদয়ের পরিচয়।
তুমি যদি একটুখানি সহানুভূতি ছড়াও,
হাজার হৃদয় তোমার স্পর্শে ফিরে
পায় ছায়া-ছাও।
ভালো কাজের পদচিহ্নে গড়ে উঠে গান,
যা গায় পৃথিবী['মানুষ এখনো দেয়
মানবতার দান।'
তুমি সেই গান, তুমি সেই নিঃশব্দ অভিমান।

মেঘ বালিকা
ড. চৈতালী দাস মজুমদার

গোধূলি বেলায় মাতিবো খেলায়
সন্ধ্যা তারার সাথে,
আষাঢরে মাস কালো মেঘে ঢাকা
ফুলো চন্দন মাথে।
কদম্ব ফুলে ঢেকে ছিল পথ বায়ুলিয়া গায় গান,
জগন্নাথের পূর্ণ তিথিতে যদি করো তুমি স্হান।
স্বপ্ন যা কিছু মনের গহীনে
প্রতিধ্বনিত হয়,
ইচ্ছে মতন এগিয়ে চলো না
মনে কেন রাখো ভয়।
ঝিরি ঝিরি ওই বারি ধারা ঝরে দিগন্ত পরে মাঠ,
একলা আমি যে দাঁড়ায়ে ছিলাম
বওই যে দূরের ঘাট।
তুমি কাছে এসে শুধু ভালোবেসে
জড়ালে বক্ষ মাঝে,
নিঝুম সন্ধ্যা প্লাবনের ধারা মেঘ
বালিকার সাজে।

I DISCOVER YOU
Dr Jahangir Alam Rustom

I write a love letter
to the dress of the blue sky
Be a besotted bee,
only to get you!
I kiss your soul and discover
you in a dewdrop
When sunlight falls on it,
I enjoy the view!
Look! On my eyeball,
it is your image;
You are a blooming flower
in my mind's vase
When stars glitter from
your cosmic rays!
Shimmering light into my heart,
you scatter;
A new moon turns into a full moon
When you laugh and glitter!

To Ranifall
Nahid Ruksana

O sorrow-arousing one Don't
set me adrift like that.
Why did you not tell me whether
I shall laugh or weep or go afloat
in the water of sorrow?
I don't wish to be loosed in the
infinitude of the sky
I have learnt from rainfall how to
shed tears in quietness.
The lamp of happiness glows
among the stars. My listless
mind loses
itself in the profusion of Sarvan.

Everything is a lie
Arifur Rahaman

I want to live-
When all the stars in the
sky fall on my bodz.
I want to take my last breath-
When the moon shines to the earth.
I want to be alone-
When all birds sing sweetly.
I want my past back-
When all the noise in
the world stops.
I want to cry loudly-
When all happiness turns
away from me.
I want to fall in love-
If someone stays with me until
my last breath.
I know that everything is a lie-
Because i live with lies and fantasies.

হিরন্ময় আলোক প্রভায়
শুক্কুর চৌধুরী

কতটা ভালোবাসা দিতে পার আমায়
কতটা পেলে অন্ধকারে তোমায় চেনা যায়,
কতটা পারবে স্পর্শহীন অনুভবের দ্যোতনায়
কতটা মৌন মগ্নতা মুগ্ধ মুখরিত সুরভী ছড়ায়।
কতটা ভালোবাসলে নিঃশ্বাসে নিশ্বাস ছোঁয়া যায়
কতটা ভালোবাসলে দেহের তন্দ্রীতে
স্পন্দন অনুভূত হয়,
কতটা ভালোবাসলে অন্ধ আবেগে
সর্বস্ব বিসর্জন দেয়া যায়
কতটা ভালোবাসলে ভালোবাসা
চিরস্মরনীয় হয়ে যায়।
নিঃসঙ্গ রাতের নিস্তব্ধতা দেহময়
আমি এবং একাকীত্ব পরস্পরের আশ্রয়,
ভালোবাসার আঙ্গুর লতা থোকাথোকা ঝরে যায়
আঁধারে জোনাকিরা জ্বলে হিরন্ময়
আলোক প্রভায়।

এক পলকের কাব্য

প্রেম

প্রেম ভিখারি করে।
ভিখারিও প্রেমে পরে।

সৌমেন্দু লাহিড়ী

অনুভূতি

এক নজর তোমার প্রতি,
পরিপূর্ণ হয় অনুভূতি।

আব্দুল হালিম ইবনে জালাল

কে জানতো

কে জানতো, তুমি আসবে, হঠাৎ!ঝড়ো হাওয়ায় ভেসে,
কে জানতো তুমি হারিয়ে যাবে, মেঘের মতই, বৃষ্টি শেষে!

ইতি মিথিলা

ভিজেছি আমি

যে বন্যা এখনো আসেনি
সেই বন্যায় ভিজেছি আমি।

সুপ্রিয় কুমার বড়ুয়া

বাঁধন

ছিন্ন হলেও মায়ার বাঁধন
তাঁর থাকে সুপ্ত আগমন।

মোঃ কামরুল হাসান

শোক

বৃষ্টি তুমি ভিজিয়ে দাও নিরম্বু চোখ
সে যেনো না পায় চিহ্ন কোন শোক।

জামান মনির

পদচিহ্ন

আমাদের পথচলা ছিলো ক্ষনিকের
পদ চিহ্নের ছাপ টা ছিলো গভীর।

সাহানা সুলতানা

ভালোবাসা নির্যাস

মহুয়া মাধবীর প্রাচীন প্রেম ফিসফাস
গুচ্ছ গুচ্ছ কদমে ভালোবাসা নির্যাস।

সাঈদা আজিজ চৌধুরী

বৃষ্টির মতো

বৃষ্টির মতই তুমি এসেছিলে,
কিন্তু রোদ উঠতেই হারিয়ে গেছো।

মামুনুর রশীদ

তুমি নদী

তুমি ছাড়া আমাকে বুঝেছে কি কেউ
নদীকে জাগিয়ে রাখে নদীর ই ঢেউ।

ড. শহীদ মনজু

নিঃস্বার্থ

আমাকে জানতে চাও? মনটা কাঁচের মতো,
নির্ভেজাল হৃদয়, স্বার্থ নেই কোথাও।

শাহনাজ পারুল

প্রেম

প্রেম কি আর চাষ করা যায় মনে?
প্রেমে পড়ে হারাই বৃন্দাবনে।

তৌহিদুল ইসলাম কনক

তুমি

আমার কাছে তুমি অন্য রকম
ভালোবাসি বেশি প্রকাশ করি কম।

রিমি কবিতা

তোমার চোখে

তোমার একচোখে প্রেমের উচ্ছ্বাস,
অন্যটায় প্রতীক্ষার নীরব জলোচ্ছ্বাস।

শিহাব রিফাত আলম

বোবা পাখি

এক পলকের কাব্য লিখি হাজার কথা বুকে
চোখে দেখি লাখো দৃশ্য বলতে পারিনি মুখে!

ওমর ফারুক মিয়াজী

ঠাঁই

তোমার মাঝে হারিয়ে যেতে চাই
হৃদয় গহীনে একটু দিলে ঠাঁই।

মোঃ কামরুল হাসান

ক্ষত

দুঃখ যখন বক্ষ মাঝে বাড়ায় ভীষণ ক্ষত,
এক পলকের কাব্য মাথায় আসে অবিরত।

শাহজাহান রবি

সাথী

তুমি তখন শান্তি নিকেতন সাতাশ দিনের সাথী,
আমি তখন ঝড়বৃষ্টি চালচুলোহীন নিরাশ্রয়ে থাকি।

ড. বলরাম ঘোষ

বিমূর্ততায় হারাই

নিশীথিনীর ক্রন্দন আমাকে বিচলিত করে- প্রতিটি
ক্ষণ, বিমূর্ততায় হারাই আমি ভাবনার করিডোরে।

মরিয়ম রহমান

কী লাভ

ভালোবাসা স্বচ্ছ আকাশ, বাকি সব ফ্যাকাশে
দুঃখগুলো গোপন মেঘ! কী লাভ প্রকাশে।

এবিএম সোহেল রশিদ

বীর

ফাঁসি কাষ্ঠে দাঁড়িয়েও যে কম্বল খোলেনি
সেই প্রকৃত বীর সেনানী আমরা জানি।

মিনা রবিউল

নিলাজ বেহায়া

কতটা পোড়ালে স্মৃতির পাহাড় বিনিদ্র জেগে রয়,
কতটা প্রেমে প্রেমিক হৃদয় নিলাজ বেহায়া হয়?

ফাতেমা মিতু

স্কুলে

স্কুলে যাও পড়তে, লড়তে নয়।
মানুষ হতে যাও, প্রথম হতে নয়।

পল্লব রিভুলেট

শুধুই দুরাশা

টাকায় পাওয়া যায় না ভালবাসা
কিনতে চাওয়া শুধুই দুরাশা ।

আজাদ সরকার

পঞ্চবান কাব্য ও এক বিন্দু কবিতা

ভুল সবি ভুল
শহীদ মনজু

প্রমিকরা গাধা না ঘোড়া? don't Talk!
ভালবাসা তেঁতুল! ধ্যাৎ বিশ্রী টক।
সামনে গেলেই মন হয় উচাটন
প্রেমিকা? নারে, আমি তোর বোন।
Sorry Sis! ইস্টেক ভেরি মিস্টেক।

ভাবছিলাম সাধু হবো
দেবদাস হালদার

ভাবছিলাম সাধু হবো স্বর্গে যাবো!
এখন দেখি ওখানেও চলে ভণ্ডামি
ভন্ডামি আর কাছা ধরে টানাটানি।
কি আর এখন করবো বলো?
স্বর্গ নয় নরকটাই ঢের ভালো।

অঞ্জলী
নুরুল হক খান মাস্টার

প্রেমের উল্লাসে তোমায় করিতে বরণ,
তাকায়ে রহি তব আগমনী পথে,
বরষার মেঘ সম ছলছল আঁখিতে।
খুঁজি তোমায় দিবানিশি অসীম আকাশে,
অঞ্জলি দিতে তব যুগল চরণে।

ভক্ত
এম. এ. মাসুদ মিঞা

আমার, কেন যে, এত মায়া,
কেন মনে হয়, কত চেনা।
কেন জানিনা, এত আপন তুমি,
আমি, তোমার ভক্ত, তাই জানি!
কবে বুঝবে তুমি? ভালোবাসি আমি।

সমাধান নেই
পবন কুমার সাহা

সকল কিছুর পরেও সমাধান নেই
মানুষে মানুষে চলছে গৃহযুদ্ধ রোজ
কাদের অঙ্গুলি হেলনে বলে যাও কেউ
কাঁদছে অসহায় চলছে লুটের ভোজ
দেখেও দেখেনা চোখেতে অন্যায়ের খোঁজ।

পঞ্চবান
আব্দুল হালিম ইবনে জালাল

জনে জনে আসে আর যায়,
কেউ পায় কেউ নাহি পায়।
কেউ পেয়ে খুশি হয়ে গায়,
কেউ কেউ পাঁকে ডুবে যায়।
সব কিছু প্রীতি প্রেম হায়।।

যন্ত্রণা
গোলাম মওলা শিকদার

অভিজ্ঞতায় পাই মানুষ লাভ চায়,
কর্ম সম্পাদনে ন্যায্যতা ভুলে যায়,
পর্যবেক্ষণে পাই নেই বিবেকের বিবেচনা
লাভের জন্য আপনজন করে অচেনা,
ক্ষণিকের জীবনটা দেখে শুনে পাই যন্ত্রণা।

অভাগা আমি
সৈয়দ তৌফিক কামাল

চর ভেবে পা ফেলি যখন
সব হয়ে যায় চোরাবালি তখন,
সুখ ভেবে বারবার আগাই যখনি
দুঃখকে ছুঁয়ে ফেলি অভাগা আমি,
একাকী আমি, জানে শুধু অন্তর্যামী।

এক পলকে
মোঃ কামরুল হাসান

এক পলকে হয় প্রেমের সৃষ্টি,
দুটি মনের হয় অলিখিত বন্দন
সুখে-দুঃখে পাশে থাকার দীপ্ত শপথ।
আড়াল হলে, চলে বিরহের গর্জন,
ক্ষতি মোহনায় চলে তখন বর্ষণ।

দৃষ্টি
জুলহাস চৌধুরী পলাশ

হাসতে খেলতে বলতে পারি শুধু
দৃষ্টিতে দেখি শাহারা মরুভূমি ধু ধু
বলতে শুনি আগেই ছিলাম ভালো
ছিল সুখ শান্তি উন্নয়নের আলো
এখন সমাজ দেশটা সবই এলোমেলো।

সুপ্ত মানব
হুসাইন আহমেদ হিরু

সুন্দর মনন হয় যে নরে-
কর্ম তারে অদম্যে শাণিত করে!
দেয় সে পাড়ি উত্তম পথে-
যদিও শত সহস্র বাঁধার তরে!
লক্ষ্য একটাই সে মানুষ পুঁজিবে।

অনুভবে তুমি
মরিয়ম রহমান

আমি তোমার দু নয়নের আড়ালে
অন্তরের অনুভবে তুমি আমায় পাবে
মনের আঙ্গিনায় আমার নাম শুধাবে।
হাজার মানুষের ভিড়ে খুজে পাবে।
আমি থাকি আর না থাকি।

নিজের হিসাব কাঁচা
মোঃ নজরুল ইসলাম খান

হয়তো তুমি মহাজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষাবিদ,
ডিগ্রি আছে অহংকারী বুদ্ধিজীবী পন্ডিত।
সর্বদাই অন্যজনকে পরামর্শ কর দান,
প্রশংসিত সবার কাছে সম্মান অফুরান,
নিজের হিসাবে দুর্বলতা বৃথা সর্বজ্ঞান।

নয়ন কাঁদে হৃদয় জলে
মুজিব আকন্দ

চোখকে সুধাই কাঁদিস কেনো বল?
দুঃখ কিসের, নাকি শুধুই ছল?
কষ্টে যখন কাঁদে হৃদয় অবিরল
বুকের ভেতর জল করে টলমল,
আমি তখন ঝরাই দুঃখের জল।।

সিগন্যাল
পল্লব রিভূলেট

প্রেমের একটি বৈঠা তোমায় দিলাম,
সরল অনুবাদের বিশ্বাসে নোঙর তুললাম।
সেই পানশীতে গান হলো বিধাতার,
অমর কাব্যে আমরা হলাম একাকার।
জন্ম হলো একটি পঞ্চবান কবিতার....

নিঃশব্দ অভিমান
শেফালী হোসেন

তোমরা আর খুঁজ না আমায়
আমি নেই আজ তোমাদের মঞ্চে,
তাই হয়তো ভুলে গেছো আমাকে।
তবু আমি আছি ছায়া হয়ে,
ক্ষতির এক কোণে নিঃশব্দ অভিমানে।

মানুষ হবে
রত্না সেনগুপ্ত

আঙুল ধরে চলতে শেখা শিশুর
আধো বুলি থাকে মায়ের ভাষা,
সত্য কথন যথার্থ শিক্ষার সাথে
পথটি চলা আপন বিকাশ হাতে,
মানুষ হবে একদিন এই আশা।

ভুল
তিতলী রায়

হিসাব কষে চলে না জীবন
তবুও মানুষ করে যে হিসাব
জীবন বড়োই জটিল অঙ্ক ভাই
সে কথা আজ ক'জন মানে
ভুলের পরে তাই ভুল করে।

আকাশের নীল নদে
প্রশান্ত পাল

আকাশের নীল নদে গভীর নিশীথে
পরম আত্মারা আজো সাঁতার কাটে,
কখনো তারাদের মিছিলে সারারাত হাঁটে,
কেউ মুক্তি পেয়ে পৃথিবীতে আসে,
বাকিদের অশ্রু আকাশ গঙ্গার জলে।

বিদ্রোহী কবি
সুশান্ত ঘোষ

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম
জীবন জুড়েই গেয়েছেন সাম্যের গান,
ধর্মীয় বিভাজন ভেঙে করেছেন খানখান-
দারিদ্র্যের মাঝে অবিচল ছিলেন বলীয়ান
সর্বশ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমী হয়ে থাকবেন মহান।

প্রভাত জাগাতে
সৌমিত্র চ্যাটার্জী

আষাঢ়ের আঠাশ দিন বৃষ্টি অন্তহীন
ধরিত্রীর কাছে রয়েছে সূর্যের ঋণ।
কালো মেঘের চাদর সরিয়ে ফেলে-
রবিমামা তুমি একটি বার তাকাও
দয়া করে আলো ভিক্ষা দাও।

লড়াই রাখো জারি
সুব্রত সাহা

আজ সজিরা সব মহার্ঘ ভারী,
ক্যামনে বলো মোরা কিনতে পারি?
বাড়ে না মোদের মহার্ঘ ভাতা,
ক্রমেই হচ্ছে হালত আরও যা-তা!
যৌথ মঞ্চে লড়াই রাখো জারি,

উন্নত জীবনের
স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়

পুরনো ভাবনা হারিয়েছে আধুনিকতার কল্লোলে,
দৈনন্দিন জীবনের প্রযুক্তি চলছে অবহেলে।
পরিশ্রমহীণ উদ্বেগের জীবন নিত্য দিনে,
হারিয়েছে মনুষ্যত্বের দ্বন্দ্ব অবলীলায় কারচুপি-
বৃদ্ধ পুরনো আসবাবে জীবনের বিধিলিপি।

মানুষ
ডঃ স্নিগ্ধা মণ্ডল বারিক

সংযমে মানুষ দেবতায় পরিনত হয়।
দানের মাধ্যমে মনে আনন্দের উদ্রেক।
ত্যাগের মাধ্যমে মহান হৃদয়ের পরিচয়।
সেবা ও ভালোবাসাতে মনের শান্তি।
অহংকারে মানুষের পতন হয় পরিণতি।

চাষীর সন্তান
রফিক উদ্দিন

আষাঢ়ের বজ্রপাত কখনো করিনা ভয়
ঝড় বৃষ্টিতেই চাষে যাই আমরা
চাষীর বীর সন্তান, নয় ফাঁকিবাজ
দেশের জন্য করবো উৎসর্গ জীবন।
উঠবো আওয়াজ, চাষীর হবো জয়।

প্রিয়তমা
মোঃ ফরহাদ হোসেন শিকদার

প্রিয়তমা আমি তোমাকে এতটা ভালবাসি
তা কখনো প্রমান করতে পারবোনা,
প্রিয়তমা তুমি আমার আত্মার অংশ
তোমাকে আমি কিভাবে ভুলি বলো?
তোমার জায়গা কাউকে স্থান দিবোনা।

প্রভূর বিধান
ফিরোজা বেগম রিটায়ার্ড

রাজনীতি নয়, স্বজনপ্রীতি ও নয়
মেনে চলো মহান প্রভুর বিধান।
সুসময়ে করো নিজ ধর্মের সাধন।
বিভেদের অগ্নুৎপাত মন থেকে মুছে
মনের উদার আকাশে ডানা মেলো।

প্রশ্ন
মোঃ ইমরান হোসাইন

জন্ম মানেই এক অমীমাংসিত প্রশ্ন,
সময়ের হাতে বোনা জীবনের রশ্মি,
চেতনার আলো ছায়া খেলে যায়,
আমরা পথিক, গন্তব্য অজানায় রয়ে,
জ্ঞানই শেষ নয়, শুরুও বটে।

লালন
বাউল কবি বেলাল

এশিয়ার চার জন সুন্দরী দিয়ে
লালনের সাধনার পরীক্ষা করতে গিয়ে
লালনের ফকিরি তারা পারেনি ভাঙতে
ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় তারা
শুধু বলেছিল লালন মানে দেবতা।

এক লাইনে মনের গভীরতা
শিহাব রিফাত আলম

বাংলা কবিতার ধারায় এক নতুন ধারা "এক বিন্দু কবিতা"। এক লাইনে মনের ভাব, ব্যথা, প্রেম, অভিমান কিংবা বিদ্রোহ- সবই বলা যায় যদি শব্দের নির্বাচন হয় নিখুঁত। এই কবিতা যেমন ছোট, তেমনি তার অভিঘাত অনেক গভীর। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে দীর্ঘ কবিতার পাঠক কমে গেলেও, এক লাইনের কবিতা পাঠকের মনে তীব্র রেশ ছড়িয়ে দেয় এক পলকে। "চোখে জল নেই, তবু তুমি ভিজে আছো আমারই কারণে।" এই একটি পঙক্তি যেমন হৃদয়ে কাঁপন তোলে, তেমনই বলে দেয় পুরো এক সম্পর্কের গল্প। এক বিন্দু কবিতা সর্বোচ্চ নয় শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
এই ঘরানায় কবিতা লেখা মানে শুধু শব্দ সাজানো নয়, বরং সংবেদনশীলতাকে সঙ্কুচিত করে এক বিন্দুতে ফেলে দেওয়াড়যেখানে পাঠক নিজেই পূর্ণ গল্পটি গড়ে নেয়।
এই কবিতার ধারা আগামী প্রজন্মের কাছে হয়ে উঠছে শক্তিশালী এক আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। এটি শুধু সাহিত্য নয়, সময়ের প্রয়োজন।

একবিন্দু কাব্য
বিষন্নতার মেঘ গিলে খায় তোমার প্রেমের রোদ।
॥ ফাতেমা মিতু ॥

একবিন্দু কাব্য
লুকোচুরি চলে এলে প্রেম ভাসে বানের জলে
॥ ফাতেমা মিতু ॥

একবিন্দু কাব্য
বৈপরীত্য
তুমি ভাঙতে শিখেছো, আমি ভাবতে শিখেছি।
॥ মোঃ কামরুল হাসান ॥

একবিন্দু কাব্য
দ্বিচারিতা
আড়াল হলে অস্থিরতা সামনে এলে দ্বিচারিতা।
॥ মোঃ কামরুল হাসান ॥

একবিন্দু কাব্য
বলা হলো না
শেষ কথা বলিনি, কারণ জানতাম তুমি শুনবে না।
॥ শিহাব রিফাত আলম ॥

একবিন্দু কাব্য
তোমার চোখে
তোমার চোখে আজও আমার ফেরার ঠিকানা খুঁজে পাই।
॥ শিহাব রিফাত আলম ॥

একবিন্দু কাব্য
অবশেষে
তোমাকে হারিয়ে, নিজেকেই খুঁজে পেলাম শেষে।
॥ শিহাব রিফাত আলম ॥

একবিন্দু কাব্য
অভিমান
তুমি চলে গেলে, কিন্তু বলে গেলে না।
॥ নুসরাত জাহান কথা ॥

একবিন্দু কাব্য
বৃষ্টির সকাল
বৃষ্টির সকালে ভীষণ আবেগে, মাটির গন্ধ উপচে পড়ে।
॥ সৈয়দ তৌফিক কামাল॥

একবিন্দু কাব্য
স্বপ্ন
"পূর্ণতা আসুক এই শূণ্যতার শহরে"
॥ শিহাব রিফাত আলম ॥

কবি ও কবিতা

আকাশ সিরিজ
নির্মলেন্দু গুণ

শুধু তোমাকে একবার ছোঁব,
ঐ আনন্দে কেটে যাবে সহস্র জীবন।
শুধু তোমাকে একবার ছোঁব,
অহংকারে মুছে যাবে সকল দীনতা।
শুধু তোমাকে একবার ছোঁব,
স্পর্শসুখে লিখা হবে অজস্র কবিতা।
শুধু তোমাকে একবার ছোঁব,
শুধু একবার পেতে চাই অমৃত আস্বাদ।
শুধু তোমাকে একবার ছোঁব,
অমরত্ব বন্দী হবে হাতের মুঠোয়।
শুধু তোমাকে একবার ছোঁব,
তারপর হব ইতিহাস।

শিহাব শ্লোক
উত্তম অরণ

মানুষকে বোকা বানানোরই যেন আয়োজন,
শিহাব রিফাত আলমের কণ্ঠে
শোনায় বোধের গান।
তাঁর কলমে তির, চোখে বিদ্রোহ,
নীরবতার ভিতরে বাজে চেতনার ঢোল।
তিনি বলেন- "এই সৃষ্টি, এই কৌশল,
তেমনই জাল, যেমন পোকায় পড়ে ফল!"
তবু তাঁর কবিতায় নিঃশ্বাস নেয় মানুষ,
সত্যের ধারালো রূপ খুঁজে পায় আশ্বাস।
তিনি বাঁচেন না শুধু কাব্যের শরীরে,
তিনি কথা বলেন মানুষ ও ইতিহাসের ঘিরে।
নির্মম সত্যেও মাখানো থাকে প্রেম,
প্রতিটি পঙ্ক্তি যেন প্রশ্নের
এক তীব্র চেতনা-স্লেম।
শিহাব রিফাত- নাম নয় শুধু,
একটি প্রতিরোধ, একটি সুর,
একটি কাব্যযুদ্ধের রথচূড়া।

ভোরের বৃষ্টি
আতাউল ইসলাম সবুজ

ভারের বৃষ্টি কি মধুর আওয়াজ
মন প্রাণ ভরে যায় এই সুরে
চারি দিকে আঁধার কালো করে মেঘ
ঝংকার তালে বৃষ্টি পড়ে।
কালো মেঘের আবরণে বৃষ্টির ধারা
কুয়াসার মায়াবি আঁধার চারি দিক
মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি যেন
মায়ার চাদর বিছিয়েছে সব দিক।
প্রকৃতি আমাদের আপন করে নেয়
কঠিন বিপদের কালে
অতিষ্ঠ গরমে জন জীবন বিপর্যয়
অমৃত সুধা নিয়ে বৃষ্টি নেমে এলে।
শান্তির পরশ বুলিয়ে সারা গা
ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়
মনের মাঝে শিহরণ জাগে
এমন দিনে কি তারে বলা যায়?

মনুষত্বের প্রেম
এম. কে. জাকির হোসাইন বিপ্লবী

আমি পরেছি মনুষ্যত্বের প্রেমে
প্রেমের সুতায় বেঁধেছে নিজেকে,
সৃষ্টির সূচনায় রয়েছে যেই প্রেম
সই প্রেম বার-বার পিছু ডাকে।
আমি প্রেমিক,
বাঝিনা জাত, বোঝিনা দল
খুজি শুধু মনুষত্ব।
আমি সেই মনুষত্বের প্রেমে পরেছি
শুনছি যেদিন তার মুখের বাণী,
সাহিত্য অঙ্গনেই হয়েছিলো পরিচয়
শিহাব রিফাত আলম ভাইকে সকলেই চিনি।

প্রতিকূল
মহুয়া বাবর

শিশিরের কান্না ভেজা রাত
বনে বনে কাঁপে ফুলের পরাগ
সূর্যটা উঁকি দিয়েই পালায়
ধূসর আকাশে মেঘের ভেলায়
জানালার শার্সিতে কুয়াশার জাল
বিশ্ব জুড়ে বোমার চাল
ঘুরে ফিরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি
মানবতার এই পরিণতি
মানুষেরই হাত শকুনের থাবায়
মানুষকে যেভাবে কাঁদায়
থিয়েটার দেখা হয়না আজকাল
অস্থির চিত্তই হচ্ছে ভাইরাল
পৃথিবীটা সেজেছে মানুষের তরে
অসময়ে দিওনা কবরে
মানুষের মনে প্রেম দাও হে প্রভূ
শান্তি যদি আসে কভু।

কাজলা মেয়ে
নিত্যানন্দ বিশ্বাস

পল্লি গাঁয়ে পল্লিবালা রূপসী নন্দিনী
কাজল গাঁয়েই বাস কাজলা নন্দিনী।
কাজল বরণ দেহ কাজলাই নেত্র
কাজলা মেয়ের ভালে কাজলের চিত্র।
মেঘবরণ আঁচলী জরদ কাঁচুলী
গ্রাম্য ডানাকাটা পরী চূরণ কুন্তলী।
পরনে কাঁচের চুড়ি গলে ফুলমালা
নাকে নোলক কোমরে বিছা কানে বালা।
নূপুর পরে চঞ্চলা ঘুরে বনে বনে
মাটির মেয়ে কাজলা নাই হিংসা মনে।
কাজলাই মেয়ে গ্রাম্য ডাকের সুন্দরী
সরলা কাজলা মেয়ে মন নেয় কাড়ি।
চতুর্দশ ভুবনের দহসী অপ্সরী
পরিস্থানেরই পরী অনিন্দ্য সুন্দরী।

ভাষাহীন মুখে
লুৎফুর রহমান চৌধুরী

লাগাম ধরে টানে বন্ধু
দুর্বল সময় দেখে
দুঃখগুলো ঢেকে রাখি
কালো মেঘে।
চোখ দিয়ে বৃষ্টি ঝরে
বাড়ে ব্যথা বুকে
কারে বলি মনের কথা
ভাষাহীন মুখে।
শূন্য পাত্র ভরে গেছে
কষ্টের আঁখি জলে
বিষের বাঁশি ঝড় তুলে
হৃদ নদীর কূলে।
আপন বলতে কেহ নেই
সবই কালো ছায়া
মিথ্যা ভালোবাসা দিয়ে
কড়ে নেয় কায়া।

খুব যতনে
অনীক রহমান বুলবুল

দুঃখগুলো খুব যতনে
মনের মাঝেই রেখো
দহন জ্বালায় পুড়ে গেলেও
শ্রাবণ বৃষ্টি মেখো।
মধ্যগাঙে ডুবে গেলেও
সাঁতারটুকু শেখো
ঘণ দেয়ায় ভিজলে মাথা
কলাপাতায় ঢেকো।
মন্দ হলেও মাছের সালুন
তৃপ্তি নিয়েই চেখো
মরুতাপে শুস্ক আকাশ
নীলের চোখেই দেখো।
ভালোবাসার কষ্টগুলো
যত্ন করে লেখো
বিষাদভরা দিনের রেখা
ক্যানভাসেতেই এঁকো।

বসন্তবাহার
মুশতারী বেগম

ফুল ফুটে কাননে কাননে,
উদাসী মনটা আমার আকুল হয়
কোকিলের কুহুতানে।
হৃদয় ব্যাকুল হয় মৃদুমন্দ সমীরনে।
প্রকৃতি সেজেছে কৃষ্ণ চূড়ার রঙে।
চোখে জাগে স্বপ্ন,
মন হয় উদাস ফাগুন রাঙা দর্পনে।
'বউ কথা কউ' ডাকে পুষ্প শোভিত ডালে,
খোঁপায় আমার শিমূল পলাশ কৃষ্ণচূড়া দোলে।
এনেছিলাম ফুল তোমার জন্য
ওগো বসন্ত গোলাপ বেলী গাঁদা,
তোমারি জন্য আজ হয়ে গেছি
আমি কৃষ্ণের রাধা।
আমায় রাঙাও সাজাও ফাগুন
রঙা বাসন্তী শাড়ীতে,
প্রেমের মালা পরাও
ফুল কুমারীর প্রস্ফুটিত কলিতে।

স্বপ্নের বাংলা
গোলাম মোস্তফা ছিদ্দিকী

কবি এসেছে বিদ্রোহের মাঝে
শাসক শ্রেণীর ভাগে;
সহস্র বছরের 'শুপ্ত' বাংলা
কবিকে পেয়ে জাগে।
বিদ্রোহী কবির ডাকে
জেগে ওঠে লাখো প্রাণ,
রক্ত ঝরালো কত না বীর
দেশের জন্য প্রতিদান।
কবি বলিলো শহিদের রক্ত
বৃথা হওয়ার নয়,
প্রতিটি জাতির এসেছে বিজয়
রক্তের বিনিময়।
নিত্য নতুন সাজে তাই
ঝাঁপিয়ে পরি যুদ্ধে ভাই,
সবাই মিলে গড়ব দেশ
স্বাধীর স্বপ্ননের বাংলাদেশ।

মন
রাজা রাকিব (কবি ও অনুবাদক)

সাগর ফুরিয়ে গেলেও
মন সাগর তো ফুরোয় না,
কী এমন ভালোবাসা দিলে তুমি..!
বিজ্ঞাপন বিরতিটুকুও পাই না।
আকাশ ছোঁয়া গেলেও
মন আকাশ তো ছোঁয়া যায় না,
কী এমন প্রেমসুধা দিলে তুমি ..!
দেহ সইলেও প্রাণ সয় না ।
পাখি উড়ে গেলেও
মন পাখি তো উড়ে না
কী এমন মায়া দিলে তুমি..!
পিঞ্জর ছেড়ে যেতেই চায় না।
বসন্ত চলে গেলেও
মন বসন্ত তো যায় না,
কী এমন শৃঙ্গার দিলে তুমি..!
অভিসার ছেড়ে থাকতেই চায় না।

এখনও বাঁশী বাজে
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনও মাঠে গরুর পালে
রাখাল বালক খেলে।
এখনও তাল তলে হেলান দিয়ে,
তপ্ত দুপুরে মেঠ সুরে প্রাণের বাঁশি বাজে।
আলের ধারে লম্বা ঘাসে,
ঘাস ফড়িং আর বনশালিকের
ঠান্ডা লড়াই চলে।।
দীঘির জলে গোরুর পালে
নাইতে নামে হরষে।
মেঠো হওয়ায় খুশীর দোলায় ভাবুক
মনে সংগোপনে
স্বপ্ন কেবল আঁকে।

দ্বৈত- সত্ত্বা
নিনা ইসহাক

তুমি আমার বুকের বাম পাশে
তীব্র যন্ত্রণার অসহ্য পেইন,
আবার তুমিই আমার
বেঁচে থাকার নির্মল অক্সিজেন।
তুমি আমার রক্তে
হিমোগ্লোবিনের স্বল্পতা,
আবার তুমিই আমার রক্তে
প্রবাহিত লোহিত কণিকা।
তুমি আমার কলঙ্কিত অধ্যায়ের
অলংকৃত উপসংহার,
তবুও তুমিই আমার উপন্যাসে
ভালোবাসার আত্মঅহংকার।

সুনয়নার স্মৃতি
সাব্বির আহমেদ

হে আমার সুনয়না,
তুমি কি আমাকে ভুলে গেছো-
যমন মরুভূমি ভুলে যায় একদিন
তার শেষ দেখা বৃষ্টিধারা?
আমার চোখের জলে একসময়
গড়ে নিয়েছিলাম সমুদ্র,
এখন তাও শুকিয়ে গেছে
সে সাগরে শুধু শূন্যতার ঢেউ।
তুমি ছিলে আমার বসন্তের প্রথম কোকিল,
আর আমি ছিলাম পাতাঝরা বটগাছড়
তোমার গানেই ফিরত প্রাণ,
এখন শুধু ঝরে পড়ে নিঃশব্দতা।
হে আমার সুনয়না,
তুমি কি হারিয়ে গেছো কোনো
অচেনা নক্ষত্রের কোলে?
তোমার অনুপস্থিতি যেন গলা
চেপে ধরা নীরবতা,
যা প্রতিটি নিশ্বাসে কাঁপিয়ে তোলে
আমার অস্তিত্ব।

কামনার চোখ
শাহাদাৎ হোসেন

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়
না বুঝতেই কেটে গেলো,
কেটে গেলো শৈশব, যেমন যায় ঈদ
সরস্বতী পূজোর আগে
যেমন হিমহিম শীত।
কেটে গেল বয়স সন্ধি
মোনালিসায় দিন
মেঘ না চাইতে যেন বৃষ্টি প্রতিদিন।
হেলায় হেলায় একুশ গেলো
ত্রিশ গেলো ধোয়াশা,
কামনার চোখ আড়াল হলে
কেটে যায় রুপ লালসা।
কেটে গেল পূবাল হাওয়ার
দূর্দান্ত সেই দিন,
না বুঝেতেই বালিকা যেমন
বিবাহে মলিন।

বড্ড ক্লান্ত
শেখ রবজেল হোসেন

বড্ড ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আমি
পৃথিবীর ডানায় এক নীরব পথিক,
হিমোগ্লোবিন শূন্যের কোঠায়
কার্বনডাইঅক্সাইডে ভরা চারিদিক।
সূর্যের উত্তাপ উষ্ণ করে না আমায়
দোলায় না বাতাসের কোলাহল,
বরষায় ভেজায় না রুক্ষ ওষ্ঠ আমার
পায়ের নীচে মাটিও আজ বেদখল।
শিরায় শিরায় মোর অনুযোগ ঘুরে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওঠে হতাশার বোল,
নিয়তির সাথে পাল্লায় গেছি হেরে
বুকের মাঝে চাপা কান্নার রোল।

মানুষের চরিত্র
॥ পবন সাহা ॥
মানুষের চরিত্র বুঝতে পারলাম কই?
সবেতেই উঠছে মইয়ে দেখেনা কেউ,
দুষ্টুমির এমন দেখলাম লুটের খই।

রঙিন চশমা
॥ এ. কে. এম. রবিউল ইসলাম ॥
তোমার অর্জিত সুখ করো তুমি একা ভোগ,
মানবতার কি কাজে আসে?
অনাথ অসহায় যারা অহর্নিশ কষ্টে তারা
খোঁজ নেও কতবার মাসে?
তুমি তো ভুলেই গেছো থরে থরে সুখ বেচো
রঙিন চশমা ঐ চোখে।
আত্মীয়-পড়শীজন জলে ভরা দু'নয়ন
খোঁজ নেও, কাঁদে ওরা দুঃখে।

বাস্তবতার শিকল
॥ মোহাম্মাদ নাঈম কাকন ॥
যে কালজয়ী বস্তুর প্রহর গুণে
জীবনকে করেছি হতাশা মুখর,
পরিবার পরিজন করে অবহেলার পাত্র
তোমার লভ্য সংস্পর্শে দিনভর।
আনমনে ভাবি, কি পেলাম অবশেষে?
হৃদয় ব্যথাগুলো মেখে অনিমেষে,
চেয়ে দেখি জ্ঞানহীন সব রাজ্যের রাজা
র্নিভয়ে কিছু বললেই,বনে যাই প্রজা।

একটা মানুষের শূন্যতা
॥ শিহাব রিফাত আলম ॥
একটা মানুষ ইচ্ছে করে
চলে গেলে নীরবতায়,
মনের ভেতর নিঃশব্দ ঢেউ
বাজে শুধু তাঁর অভিপ্রায়।
কথা না বলার অভিমান
ছুঁয়ে যায় বুকের গভীরতা
ভেতরটা জড়িয়ে ধরে তখন
ভালোবাসার নরম ব্যথাটা।

অনু কবিতা
॥ ফাতেমা মিতু ॥
মানুষ কী চায়?
কেন চায়, কতটুকু চায়?
দু:খতো চায়না কেউ!
তবু কেন দু:খরা যায় না ক্ষয়ে?
পিদিমের সলতের মতো
শুধু সুখেরা ফুরায়

পর্শ
॥ ইমরোজ সোহেল ॥
তুমি হাত ধরলেও পারো
না ধরলেও পারো
কিছুই যায় আসে না
আসল স্পর্শ তো হৃদয়ের অনুভব
যদি পারো তাকেও ফেরাও!

আগন্তুক
॥ তরুণ কুমার হালদার ॥
কতোটা পাড় ক্ষয়ে পড়লে
বুঝবে নদীর গভীরতা!
কতোটা লম্বা হলে অপেক্ষার প্রহর
মিলবে আগন্তুকের দেখা!
সে কি ঘুমায় জেগে?
না কি পুরো টা-ই অবহেলা।

শেষ দেখা
॥ জি এম জামাল ॥
ভালোবাসার মানুষ জানি
চিরদিন আর রবে না,
শেষ দেখাটা হতেও পারে
কথা বলা আর হবে না।।

শকুন
॥ মিনা রবিউল ॥
শকুন তুমি প্রহর গুণো
শরীর খাওয়ার শোকে,
কাকটি তোমার মৃত আজি
ঠোকর বসাও বুকে!

একাকার
॥ কামরুন নাহার শিপু ॥
মেঘলা বরিষণে প্রকৃতির আভরণে
নবলব্ধ যৌবন জাগে নবীনত্বের দুয়ারে।
বনের সিংহাসনে নন্দিত চরণে
নবীকৃত প্রেম জাগে কেতকীর বনে।
অনুভবে অনুরক্ত প্রেম বিলাসে সিক্ত
দুটি মনে হাহাকার অনুলাপে একাকার।
অনুকাব্য

ডাকবাঙ
॥ খুরশিদ আলম ॥
উদাস দুপুর -ঠায় দাঁড়িয়ে -
মনের দুয়ার খোলা,
ডাকবাক্সে -হৃদয় জুড়ে -
হরেক স্মৃতি তোলা।
কান্না-হাসি -দুঃখ রাশি -
আর কতো কি লেখা?
প্রতীক্ষাতে -মন প্রেয়সী -
হবে কি আর দেখা!

ভালোবাসা
॥ নাজনীন সুরাইয়া পরাগ ॥
হঠাৎই সে জীবনে আসে, আবার
কখন নিজেরই অজান্তে,
নিঃশব্দে সমস্ত নিয়ে চলে যায়।
আসা যাওয়ার মাঝে
কেঁদে ওঠে মন
শ্রাবণ নামায়।

এখন নদী ভালোবাসি
॥ শেখ রবজেল হোসেন ॥
মেঘ ভালোবেসেছিলাম,
সাদা কালো সোনালি রূপালি মেঘ।
এখন নদী ভালোবাসি,
সাঁতার কাটি নদীর অতলে দিবানিশি।
অপেক্ষায় প্রহর কাটে না আমার এখন,
এক নিঝুম দীর্ঘ বরষার।
অথবা কয়েক ফোঁটা জলের অপেক্ষায়
তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো অহর্নিশি।

দেশপ্রেম
॥ ডিউক হুদা ॥
অন্তর জুড়ে দেশপ্রেমের চির জোয়ার
ভাটা নামে না তো সেথা কভু
যত ভালবাসি আরো ভালবাসি
ভালবাসা বেড়ে যায় তবু
এতো ভালবাসি মেটেনাতো সাধ
ভালবাসা হয় না তো তবু শেষ
দেশপ্রেম ভরা বুকে শুধু মনে হয়
আমিই বাংলাদেশ।

জীবন
॥ চাঁদ সুলতানা ॥
জীবন তো এমনই তাইনা?
জীবন একটা নিরন্তর
ঘুর্নায়মান চক্রের নাম।
এই চক্রে কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে
কেউ হাসছে কেউ কাঁদছে।

অক্লান্ত
॥ সৌমেন্দু লাহিড়ী ॥
কত তাজা প্রাণ নিবেদিত,
মাটি রক্তে উঠেছে ঘেমে,
বিপ্লবী তবু করছে লড়াই
যায় নি লড়াই থেমে।
বঞ্চিত যারা নিপীড়িত যারা
তারা বিদ্রোহী হয়,
বিশ্বের মাঝে শোষক শোষিত
ছাড়া কোনও শ্রেণী নাই।।

যাযাবর জীবন
॥ গৌতম হালদার ॥
দিনটি কাটে যেমন তেমন
রাত্রি হলে নয়
ভবঘুরের ভাবটি যেমন
রাত হলেও নেই ভয়।
বাসা বাড়ী খানা খানি
সবার জন্যে নয়
যাযাবরের জীবন খানি
যত্র তত্র হয়।

হারিয়ে যাওয়া আমি
॥ মুশতারী বেগম ॥
তোমার গভীর অন্তর্ভেদি
চোখের তারায় খুঁজে পেয়েছিলাম
হিরক দ্যুতি সম হৃদয়ের ছায়া।
তোমার ঝিনুক ঝিনুক মনের
মুক্তো কুড়োতে গিয়ে হলাম দিশেহারা।

কবিতা বৃষ্টি
॥ মলি খান ॥
কোন বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায়
গ্রামের কোন রাস্তায়,
কাক ভেজা হবার সময় হলে
সাথে নিও আমায়,
আমি তোমার স্বপ্ন রবো,
আমি বৃষ্টিতে গান হব,
শুধু আলতো করে
একটুখানি নরম সুরে,
পারবে কি, আমায় ডেকে নিতে?

মেঘ বন্ধু
॥ সুতপা ॥
মেঘ, তোর সাথেই যাবো...
নদনদী পাহাড় কেটে
মরুভূমির বালি শেষে
মনের আশা যেন মেটে।
যখন, ঘন কালো মেঘ
ঝরবে আকাশ হতে!
আমি হবো উদাস পাখি
একলা হবো পথে।

কালকে সে আলো
॥ নীলিমা আক্তার নীলা ॥
এলোমেলো ভাবনা এলোমেলো দিন
কখনো আঁধার কখনো রঙিন।
মেঘেরা আকাশে খেলা করে
সূর্যটা বার বার উঁকি মারে
হার জিতের লড়াইয়ে র
কেটে যায় সারাদিন।
মনে রেখো প্রতিদিন
যায় না সবার ভালো,
আজকে যে অসহায়
কালকে সে আলো।

তোমার ভালোবাসা
॥ ফয়েজুর রহমান ॥
নিস্তব্ধ প্রকৃতির সবুজ আবরনে
তোমার সেই শিশির ভেজা চোখে
হাসির অন্তরালে স্নিগ্ধতা
নীরবতায় প্রকাশ ভালোবাসা।

চিলেকোঠা
॥ মালবিকা মজুমদার ॥
খোলা ছাদ টুকরো আকাশ।
ভারী ডানায় ভর
কারো যে শুধুই চিলেকোঠা
ছোট্ট স্বপ্ন ঘর।
আশা বিশ্বাস ভালোবাসা ভরসা
অপত্যকে ঘিরে,
বাকিটা ক্ষনিক ভুলের চোরাবালি
হারিয়ে যেতে ডাকে।
বাঁধলে মন সবুজক্ষণ সুখের তরী বায়।
মোহের ভুল আদমফুল নেয়না কেউ দায়।

বর্ষা রাণী
॥ সুজিত নস্কর ॥
অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে
প্রকৃতির রঙ যে হয়েছে সবুজ,
ঋতু বৈচিত্র্যে বর্ষাই রাণী
যে না বোঝে,সে তো অবুঝ।
গ্রীষ্মের দাবদাহ আজ তো ফিকে
বর্ষা রাণীর হয়েছে আগমন,
বসুন্ধরা এবার শস্য শ্যামলা হবে
ঋতুর রানীকে জানাই সুস্বাগতম।

দ্বন্দ্ব
॥ নাহিদ রোকসানা ॥
মনের মাঝে দ্বন্দ্ব
পাইনা খুঁজে তাইতো
কবিতা লেখার ছন্দ
সময় বয়ে যায়
বনের পাখি মনের সুখে
কুহু কুহু গায়।

অনু কবিতা
॥ ড. নাঈমা ॥
চঞ্চল বৃষ্টি উচ্ছল সারাদিন
তুলে সুর রিমঝিম রিমঝিম
ভিজে বন ভিজে মন ময়ূর নাচন
সবুজ পাতায় জেগে ওঠে প্রাণ
ফুল পাখি ঘাসে প্রকৃতি হাসে
ভ্রমরের মতো তোলপাড় যত
মেঘের আঁচল জুড়ে মন যায় উড়ে
নিভৃতে সবুজ ঘিরে আমার আবেগ।

আমার সকল দুঃখে সুখে
॥ সুবর্ণা দাস ॥
জানি না,
জানি না তোমায় কতোটা ভালোবাসি মা
শুধু জানি,
আমার সকল দুঃখ ব্যথায়
তুমিই সান্ত্বনা।
সেইবেলা, যখন গিয়েছিল ডুবে পূর্ণ শশী
গহীন আঁধারে ডুবে গিয়েছিল
তৃষিত মনের ভিটা
আশাময় দীপালি হয়ে
আমার পাশে সেদিনও তুমিই ছিলে মা।

নেই দাগ
॥ হাসিনা সুলতানা ॥
স্মৃতি ঘেরা ঢেউয়ের পর ঢেউ,
কেটে যায় আবেগি মন
রক্তের নেই কোন দাগ,
পাল্টে যায় সময় সমাজ প্রকৃতি...!